অগণতান্ত্রিক, নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবি

সরকারের প্রতি – কমরেড খালেকুজ্জামান

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে বাসদের সমাবেশ শেষে মিছিল

জনমত উপেক্ষা করে সরকার ১৯ সেপ্টেম্বর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংসদে পাশ করে বাকস্বাধীনতা হরণের ভয়ংকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ৮ অক্টেবর রাষ্ট্রপতি তাতে অনুমোদন দিয়েছেন। জনমত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সংবিধান ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এহেন কালো আইনে স্বাক্ষর না করার জন্য ৫ অক্টোবর ঢাকায় এক সমাবেশে কমরেড খালেকুজ্জামান রাষ্ট্রপতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

অগণতান্ত্রিক, নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ৫ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ ঢাকা মহানগর আহ্বায়ক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। আরও বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা নিখিল দাস, আবদুর রাজ্জাক, জুলফিকার আলী, খালেকুজ্জামান লিপন ও আহসান হাবিব বুলবুল প্রমুখ। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, দেশে আজ গণতন্ত্র নাই, বাক্স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। সভা-সমাবেশে বাধা প্রদান, গুম-খুন-ক্রসফায়ারে বিচার বহির্ভূত হত্যা, নারী-শিশু নির্যাতন ও কালো আইনের বেড়াজালে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার হরণ, ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে দমনপীড়ন নির্যাতন বর্তমান সরকারের প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করা হয়েছে। সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী শাসন দেশকে সংঘাত সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কথিত এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দেশের নাগরিকদের কেবল কণ্ঠরোধ করবে না, এই আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জবাবদিহিতাহীন ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারীতা চালাবার সুযোগ করে দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল আইনের বিরুদ্ধে সরকার ছাড়া সবাই কথা বলছে। সম্পাদক পরিষদ মন্ত্রীদের অনুরোধে আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে আলোচনায় বসালো, সেখানে তারা ২৫, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩ ধারাসহ ৯টি ধারা বাতিলের দাবি জানান। তিনজন মন্ত্রী বিষয়টি মন্ত্রী পরিষদে উত্থাপনের পর সংশোধনের বিবেচনার কথা বলার পরও তা না করে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য পাঠানোকে বর্তমান সরকার ও মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নতুন নজির বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আগামী নির্বাচনকে ঘিরে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ডকুমেন্টারি তৈরি করে রাখা হয়েছে, এ ধরনের অসত্য সংবাদের জন্য ডিজিটাল আইন। ফলে যারা সত্য সংবাদ পরিবেশন করবে তাদের ভয় নাই। একথা থেকে বুঝা যায় প্রধানমন্ত্রীর কোন সমালোচনা করা যাবে না। তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে, ঈশ্বরের সমতুল্য।

খালেকুজ্জামান বলেন, ডিজিটাল আইনে পুলিশকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা, তল্লাশি করা, মামলা করা; এটাতো মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ না এটি ব্রিটিশ, পাকিস্তানের উপনিবেশিক দুঃশাসনকেও হার মানিয়েছে। এ আইন পাশের পর বাংলাদেশ এখন বাস্তবেই পুলিশি রাষ্ট্র।

তিনি বলেন, ডিজিটাল আইনের ৩২ ধারাসহ বিভিন্ন ধারায় ১৪ বছর জেল বা ১ কোটি টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে। অথচ দুর্নীতি করলে সাজা ৭ বছর, দুর্নীতির খবর প্রকাশ করলে সাজা ১৪ বছর, এ কেমন মগের মুল্লুক।

খালেকুজ্জামান বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোন সমালোচনা করলেও ১৪ বছর সাজা ও ১ কোটি টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল সাম্য-সামাজিক সুবিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, আজ অসাম্যের পাহাড়, বিচারহীনতার রেওয়াজ তৈরি হয়েছে, মানবেতর জীবনযাপন করছে মানুষ ফলে সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলুণ্ঠিত করে দেশ পরিচালনা করছে; বঙ্গবন্ধুর আমলে ৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো, তিনি তা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, বাংলদেশ ব্যাংকের টাকা লুট হয়েছে, সোনা দস্তা হয়েছে, খনির কয়লা-পাথর গায়েব হয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে দালানে, ব্রিজে লোহার রড এর বদলে বাঁশ দিয়েছে; এসব খবর সংগ্রহ, প্রকাশ-প্রচার ও সংরক্ষণ করলে ডিজিটাল আইনে সাজা দেয়া হবে? তাহলে কি এসব দুর্নীতির খবর যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্যই কি ডিজিটাল আইন? সরকারের দুর্নীতি, লুণ্ঠন, সেচ্ছাচারীতা, দলীয়করণের ধারা অর্থাৎ স্বৈরতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই এ কালো আইন করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় এখন পর্যন্ত ৭৫০টির বেশি মামলা হয়েছে। আলোকচিত্রী শহীদুল আলম, চ.বি শিক্ষক মাঈদুল ইসলামসহ অসংখ্য নিরাপরাধ মানুষকে ৫৭ ধারায় জেলে পুরে হয়রানি করা হচ্ছে।

ইতিপূর্বের বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক কালো আইন তো বহাল রয়েছেই। যে আইনে বাসদ সাতক্ষীরা জেলা শাখার সমন্বয়ক নিত্যানন্দ সরকার, প্রশান্ত রায়সহ অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীকে এখনও বিনা বিচারে জেলে পুরে রাখা হয়েছে। বরিশালে ইমরান হাবিব রুমন, ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী, মিঠুন চক্রবর্ত্তী, জাকির হোসেন, নুশরাত জাহান টুম্পাসহ নেতা-কর্মীদের নামে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করা হচ্ছে। তিনি অবিলম্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ সকল কালো আইন বাতিল দাবি করেন এবং বাসদ নেতা নিত্যানন্দসহ সকলের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন। তিনি ডিজিটাল আইনসহ সকল কালো আইন বাতিল ও সরকারের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।